ফরম ১

(বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)

ঘোষিত ফসলের জাত বা প্রজাতির নিবন্ধন ফরম

অংশ-১ ঃ প্রস্তাবিত জাত/কাল্টিভার (Variety/cultivar) এর কারিগরি তথ্য

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (নতুন জাতের উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি)ঃ

২। ক) যে জাত হইতে নতুন জাতের উদ্ভব হইয়াছে উহার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামঃ

খ) স্টেশন নম্বর ঃ

গ) প্রস্তাবিত প্রচলিত নামঃ

৩। জাত/কাল্টিভার এর উৎস ঃ

ক) সূচনা ঃ

খ) উৎস দেশ ঃ

গ) মূল স্টেশন নম্বর ঃ

ঘ) বংশ পরিচয় নম্বর ঃ

ঙ) শতকরা হার ঃ

৪। নতুন জাতের পরিবেশগত (Ecological) চাহিদাঃ

ক) মৌসুম ঃ

খ) মৃত্তিকা ঃ

গ) পানি ঃ

ঘ) অন্য কোন তথ্য ঃ

৫। নতুন জাতের কৃষিতাত্ত্বিক (Agronomical) চাহিদাঃ

ক) চাষ পদ্ধতি ঃ

খ) প্রতি হেক্টরে বীজের হার ঃ

গ) রোপন দূরত্ব ঃ

ঘ) প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা ঃ

ঙ) প্রতি হেক্টরে সারের প্রয়োজনীয়তাঃ

চ) মাঠে ফসলের জীবনকাল/মেয়াদ ঃ
(বীজ হইতে বীজ)

৬। পণ্য ব্যবহারের জন্য যদি বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার বিবরণঃ

৭। শস্যের ব্যবহারযোগ্য অংশের মানঃ

৮। রোগ ও পোকার প্রতিক্রিয়ার উপর কোনো পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণঃ

ক) প্রাকৃতিক (পরীক্ষিত মৌসুম/বৎসরের সংখ্যা)ঃ

খ) কৃত্রিমঃ

৯। নতুন জাতের অন্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাঃ

১০। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো হইয়া থাকিলে উহার বর্ণনাঃ

ক) অগ্রিম ফলন পরীক্ষা ঃ

খ) আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষাঃ

গ) কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষা ঃ

ঘ) খামারে ফলন পরীক্ষা ঃ

১১। অতিরিক্ত তথ্যাবলী ঃ

অংশ - ২: প্রজাতির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

১। ক) প্রজনন দ্রব্যের উৎস ঃ

খ) প্রজাতি উন্নয়নের পদ্ধতিঃ

২। ক) নতুন প্রজাতির সামগ্রিক অঙ্গসংস্থান (Morphology)ঃ

খ) কাল্টিভারের প্রামানিকতা সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

৩। ক) কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে (Agro-Ecological Zone) জাতটির উপযুক্ততাঃ

খ) উপযুক্ত শস্য বিন্যাসের বর্ণনা, যদি থাকেঃ

৪। সার এবং পানি ব্যবস্থাপনাসহ অনুকূল চাষ পরিচর্যার বর্ণনাঃ

ক) রোপন ঃ

খ) সার প্রয়োগ ঃ

গ) পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

৫। ক) আদর্শ ফলন পরীক্ষার ফলাফল এবং নতুন প্রজাতি সম্পর্কে তাহাদের ব্যাখ্যা। আদর্শ ফলন পরীক্ষার ফলাফল উক্ত বছরে স্থানভিত্তিক চলমান সর্বোত্তম জাতের তুলনীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে ফলন পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিচিত করিয়া দিবে (২-৩ মৌসুম/বছরের ফলাফলসহ)ঃ

খ) কোনো প্রজাতি প্রত্যাহারের পরামর্শ থাকিলে তাহার নামঃ

৬। শস্য সংগ্রহ পদ্ধতিঃ

৭। ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গুদামজাতকরণের পদ্ধতি (কোন নতুন/পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে তাহার বর্ণনা)ঃ

খ) গুদামজাতকরণ পরীক্ষার ফলাফলঃ

১) প্রাকৃতিক অবস্থায়ঃ

২) শীতাতপাবস্থায় (বিশেষ প্রকার/পদ্ধতি)ঃ

৮। ক) ভৌত উপাদান (আকার, আকৃতি, দানা, ওজন ইত্যাদি)ঃ

আকার/আকৃতিঃ

বুনট (Texture)ঃ

বর্ণঃ

হাজার দানার ওজন (গ্রাম)ঃ

বীজের সুপ্ততাঃ

খ) রাসায়নিক উপাদান, পুষ্টিগত অবস্থা এবং রান্নার উপযোগিতা (ভোজ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে)ঃ

গ) পুনরুদ্ধারের অনুপাত (Recovery ratio) (যেখানে প্রযোজ্য)ঃ

ঘ) ভাঙ্গা চালের অনুপাত (যেখানে প্রযোজ্য)ঃ

৯। রোগ-বালাইয়ের প্রতিক্রিয়াঃ

১০। বীজ হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের অংশঃ

১১। ক) বীজ উৎপাদনের পদ্ধতি (মুক্ত পরাগায়িত জাত বা হাইব্রিডের জন্য গৃহীতব্য বিশেষ সতর্কতা, পৃথকীকরণ মান, বীজের জীবনীশক্তি ১২ মাস পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং বিশেষ গুদামজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা)ঃ

খ) অঙ্গসংস্থানগতভাবে (Morphologically) অপ্রভেদযোগ্য জাত/জাতসমূহের তালিকাঃ

১২। ক) কে এবং কোথায় প্রজননবিদের/মৌল বীজ উৎপাদন করবে?

খ) মৌসুমওয়ারী/বাৎসরিক কি পরিমাণ প্রজনন/মৌল বীজ সরবরাহ করা যেতে পারে।

গ) কে ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করবে এবং উৎপাদনকারীর মতামত নেয়া হয়েছে কি না?

ঘ) ডিএই যখন কৃষকের মাঠে জাত উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রদর্শণী গ্রহণে সমর্থ হবে তখন কতগুলো প্রদর্শণী করতে হবে?

ঙ) উপরে উল্লিখিত সব তথ্য ও ফসল সংগ্রহোত্তর এবং বীজ উৎপাদন সম্বলিত একটি বাংলা প্রযুক্তি অনুলিপি এতদসংগে সংযোজিত হইল।

আবেদনকারীর দস্তখত

(সীল)

(বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট দাখিল করতে হবে)